বিভিন্ন যোজনা এবং প্রকল্প সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭

* এই যোজনা কী রূপ?

রাজ্য শ্রম দপ্তর নির্মাণ ক্ষেত্র ও পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিক সহ অন্যান্য সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য **সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭**, নামে একটি একীকৃত এবং অভিন্ন যোজনার প্রবর্তন করেছে। এই যোজনার অধীনে ওই সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ও তাঁর পরিবার **ভবিষ্যনিধি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, মৃত্যু অথবা শারীরিক অসমর্থতা এবং সন্তানদের শিক্ষার জন্য সহায়তা পাবেন।**

* কারা সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭-র আওতায় আসবেন?

পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক কল্যাণ আইন,২০০৭-এর তপশিল 'ক' এবং তপশিল 'খ' (সংশোধিত)-তে উল্লিখিত বেতনভোগী ও স্বনিযুক্ত শ্রমিকগণ এই পরিকল্পের আওতাভুক্ত হবেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্য কোনও পেশা বা জীবিকায় কর্মরত শ্রমিকগোষ্ঠীকে পরিকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন।

সংশোধিত তালিকার 'ক' অংশে উল্লিখিত ৪৬ (ছেচল্লিশ)টি অসংগঠিত শিল্প হল :

১। মোটরগাড়ি মেরামতের গ্যারেজ (যেখানে ২০ জনের কম কর্মী নিযুক্ত)
২। বেকারি বা পাঁউরুটি তৈরীর কারখানা (যেখানে ২০ জনের কম কর্মী নিযুক্ত)
৩। বিড়ি প্রস্তুত করা
৪। নৌ পরিচালন পরিষেবা
৫। হাড় গুঁড়ো করার কারখানা (বোন মিল)
৬। বই-খাতা বাঁধাই
৭। কাঁসা/পিতলের পণ্য প্রস্তুত
৮। কাজুবাদাম প্রক্রিয়াকরণ
৯। চিনামাটি শিল্প
১০। চলচ্চিত্র শিল্প
১১। রোগ নির্ণায়ক কেন্দ্র /নার্সিং হোম/বেসরকারী হাসপাতাল
১২। নারকেল ছোবড়া শিল্প
১৩। আদালত/রেজিস্ট্রি অফিসে লিপিকরণের কাজ
১৪। কুটির ও গ্রামীণ শিল্প (চুড়ি তৈরী, আতসবাজি, চাকিকল, ঘুড়ি ও ঘুড়ির কাঠি প্রস্তুতি, মৃৎপাত্র শিল্প, ধানভাঙা, সূচিশিল্পে জরি চিকনের কাজ)
১৫। ডালকল
১৬। ডেকোরেশন বা সজ্জাকরণ
১৭। জুতো তৈরীর কাজ (চামড়া, রবার, প্লাস্টিক)
১৮। বনজ/কাষ্ঠ শিল্প
১৯। পোশাক তৈরী
২০। হস্তচালিত তাঁতকল
২১। হোসিয়ারি দ্রব্য

২২। হোটেল/রেস্তোরাঁ
২৩। আই সি ডি এস, আই পি পি-VIII এবং সি ইউ ডি পি-III
২৪। লৌহ ঢালাইকরণ
২৫। খাদি শিল্প
২৬। গালা শিল্প (যেখানে ২০ জনের কম কর্মী নিযুক্ত)
২৭। চর্ম ও চর্মজাত পণ্য
২৮। বেকারিতে উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহের কাজে নিযুক্ত কর্মী বা লাইন্সম্যান
২৯। সিঙ্কোনা ছাড়া অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদ বাগিচা
৩০। তেলকল
৩১। কাগজের বোর্ড/পিচ বোর্ড উৎপাদন
৩২। প্লাস্টিক শিল্প
৩৩। যন্ত্রচালিত তাঁত
৩৪। ছাপাখানা
৩৫। চালকল ও ধানকল
৩৬। রবার এবং রবারজাত পণ্য
৩৭। করাতকল
৩৮। নিরাপত্তা সংস্থা (সিকিউরিটি এজেন্সি)
৩৯। রেশম/গুটি চাষ
৪০। দোকান (যেখানে ২০ জনের কম কর্মী নিযুক্ত) ও সংস্থা (যেখানে ২০ জনের কম কর্মী নিযুক্ত)
৪১। রেশমতন্তু ছাপা (সিল্ক প্রিন্টিং)
৪২। কসাইখানা
৪৩। ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠান
৪৪। ক্ষুদ্র রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান
৪৫। দর্জি শিল্প (যেখানে ২০ জনের কম কর্মী নিযুক্ত)
৪৬। প্রতিলিপি মুদ্রাকরণ (টাইপ)

উক্ত তালিকার 'খ' অংশে ১৫ (পনেরো)টি স্ব-নিযুক্তি পেশার নাম হল :

১। আমিন (জমি জরিপকারী)
২। আয়া/হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের পরিচারক/পরিচারিকা
৩। ক্ষৌরকর্মী ও রূপসজ্জা শিল্পী (বিউটিশিয়ান)
৪। ছুতোর
৫। মুচি/জুতা প্রস্তুতকারী
৬। সাইকেল রিক্সা এবং ভ্যান টানা/চালানো
৭। গৃহকাজে নিযুক্ত শ্রমিক
৮। মৎস্যজীবী
৯। সোনা/রূপা শিল্পে নিযুক্ত
১০। মুটে/কুলি
১১। মূর্তিশিল্প

১২। রেলের ফেরিওয়ালা

১৩। সংবাদপত্র ফেরি সহ অন্যান্য পথ ফেরিওয়ালা

১৪। জঞ্জাল সাফাইকারী

১৫। বেসরকারী সংস্থা (NGO) এবং স্বনিযুক্ত শ্রম সংগঠন (SLO) সহ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পরিচালিত বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পে নিযুক্ত ব্যক্তি।

এছাড়াও নির্মাণ ও পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকগণও এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

*** পরিকল্পে নাম নথিভুক্তির জন্য যোগ্যতামান কী?**

নথিভুক্ত পেশা বা জীবিকায় অন্তর্ভুক্ত ওই

ক) শ্রমিককে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে।

খ) শ্রমিকের বয়স ১৮-৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

গ) নির্মাণ এবং পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকগণ ব্যতীত অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকের পারিবারিক মাসিক আয় ৬৫০০ টাকার বেশি হবে না। নির্মাণ এবং পরিবহণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য মাসিক পারিবারিক আয়ের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই।

*** এই পরিকল্পে নথিভুক্ত শ্রমিকরা কী কী সুযোগ সুবিধা পাবেন?**

এই পরিকল্পে নথিভুক্ত শ্রমিকেরা নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা পাবেন :

- **ভবিষ্যনিধি :**

  (ক) উপভোক্তা — মাসিক ২৫ টাকা

  (খ) সরকারি অনুদান — মাসিক ৩০ টাকা

  (গ) কেন্দ্রীয় সরকার সময়ে সময়ে যে হারে সাধারণ ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে সুদ প্রদান করে রাজ্য সরকারও সেই হারে ঐ কর্মচারীর তহবিলে সুদ প্রদান করবেন।

  (ঘ) কর্মচারীর ৬০ বছর বয়স উত্তীর্ণ হলে, অথবা ঐ পরিকল্পে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গেলে অথবা মৃত্যুর কারণে অ্যাকাউন্ট চালু না থাকলে, সুদসহ সমস্ত পুঞ্জীভূত টাকা ঐ শ্রমিককে অথবা তার মনোনীত ব্যক্তিকে বা বৈধ উত্তরাধিকারীকে ফেরত দেওয়া হবে।

- **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ :**

কোন অসুস্থতার কারণে সরকারী হাসপাতাল অথবা ওয়েষ্ট বেঙ্গল হেল্‌থ স্কীম-২০০৮ এর তালিকাভুক্ত হাসপাতালে অন্তর্বিভাগ/বহির্বিভাগে চিকিৎসা হলে :

(ক) উপভোক্তা বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা বার্ষিক ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাবেন।

(খ) শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে একজন উপভোক্তা এবং / অথবা তাঁর পরিবারে সদস্যরা সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকা বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হবেন।

(গ) দুর্ঘটনাজনিত কারণে একজন উপভোক্তার কর্মদিবস নষ্ট হলে এবং তিনি অন্তত পাঁচ দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকলে ঐ উপভোক্তাকে প্রথম ৫ দিনের জন্য ১০০০ টাকা এবং বাকি দিনগুলি প্রতিদিনের

জন্য অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া যাবে। এই সুবিধা কেবলমাত্র উপভোক্তাকেই দেওয়া হবে।

- **মৃত্যু ও শারীরিক অসমর্থতা :**

মৃত্যু :

দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু হলে ২ লক্ষ টাকা প্রদান

স্বাভাবিক মৃত্যুতে ৫০ হাজার টাকা প্রদান

- **শারীরিক অসমর্থতা :**

উপভোক্তা ন্যূনতম ৪০% শারীরিক অসামর্থতার ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান পাবেন। উপভোক্তা দুর্ঘটনাজনিত কারণে দুটি চোখেরই দৃষ্টিশক্তি হারালে, দুটি হাতের কর্মদক্ষতা অথবা দুটি পায়ের চলচ্ছক্তি হারালে একটি চোখ এবং একটি হাত/পা-এর কর্মক্ষমতা/ চলচ্ছক্তি হারালে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। উপভোক্তা দুর্ঘটনাজনিত কারণে একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারালে, একটি হাতের কর্মক্ষমতা অথবা একটি পায়ের চলচ্ছক্তি হারালে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

- **শিক্ষা :**

• একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত	৪ হাজার টাকা
• দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত	৫ হাজার টাকা
• আই.টি.আই-তে প্রশিক্ষণরত	বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা
• স্নাতক স্তরে পাঠরত (কলা/বিজ্ঞান/বাণিজ্য)	বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা
• স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত (কলা/বিজ্ঞান/বাণিজ্য)	বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা
• পলিটেকনিকে পাঠরত	বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা
• ডাক্তারি/ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত	বাৎসরিক ৩০ হাজার টাকা

- উপভোক্তাদের দুটি কন্যাসন্তান-এর স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা শেষ করার জন্য প্রত্যেককে **২৫ হাজার টাকা** আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
- এই সুবিধা ঐ কন্যাদের পড়াশুনা শেষ হওয়া পর্যন্ত অবিবাহিত থাকলে তবেই প্রদান করা হবে।
- **দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ :**

উপভোক্তা এবং অথবা তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তারা বিকল্প অর্থনৈতিক কাজ-কারবার, মূলত স্বনিযুক্তিতে সমর্থ হয়। পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট থেকে তারা নিখরচায় এই প্রশিক্ষণ পাবে।

* **নাম নথিভুক্তির জন্য শ্রমিক কীভাবে আবেদন করবেন?**

(ক) প্রকল্পে নথিভুক্ত হতে আগ্রহী কোনও অসংগঠিত শ্রমিক উল্লিখিত যোগ্যতামানের নিরিখে উপযুক্ত গণ্য হলে, তিনি এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত নিদর্শ-১ (Form-I) পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহযোগে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের (Registering Authority বা RA) নিকট জমা দেবেন।

(খ) এই নির্দিষ্ট নিদর্শের (ফর্মের) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে হবে। আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে কোন রূপ অবহিতকরণ না করেই আবেদনপত্রটি তৎক্ষণাৎ খারিজ হবে।

(গ) আবেদন পত্রের (ফর্ম-১) সাথে আবেদনকারীর ব্যাঙ্কের পাস বইয়ের প্রথম পাতা এবং ভোটার কার্ড (EPIC) অথবা আধার কার্ডের (যদি প্রাপ্ত হয়ে থাকে) প্রতিলিপি (ফোটো কপি) এবং দুই কপি সাম্প্রতিক রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে। দুই কপি রঙিন ছবির মধ্যে একটি আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে লাগাতে হবে।

*** আবেদনপত্র কার দ্বারা শংসায়িত হবে?**

আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা জেলা/বিধানসভার সদস্য/লোকসভার সদস্য/পৌরনিগমের মেয়র/শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি/পরিষদের সভাধিপতি /গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অথবা সদস্য/বোরো কমিটির সভাপতি, কমিশনার, কাউন্সিলার, সহ সভাপতি/পৌরসভা অথবা পৌরনিগমের সভাপতি অথবা প্রধান/গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর নির্বাচিত সদস্য দ্বারা এই শংসাপত্র প্রদত্ত হতে হবে।

*** নাম নথিভুক্তির জন্য শ্রমিক কোথায় আবেদন করবেন?**

জেলা বা মহকুমা স্তরের যে কোনও আঞ্চলিক শ্রম কার্যালয়ে (RLO) অথবা ব্লক ও পৌরসভা স্তরের যে কোনও শ্রমিক কল্যাণ সহয়তা কেন্দ্রে (LWFC) আবেদন করবেন।

*** অসংগঠিত ক্ষেত্রের যে সকল শ্রমিক ইতিমধ্যে পূর্ব প্রবর্তিত সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁরা কীভাবে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭-র সুবিধা পাবেন?**

অসংগঠিত ক্ষেত্রের যে সকল শ্রমিক ইতিমধ্যে পূর্বপ্রবর্তিত অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প (SASPFUW), পশ্চিমবঙ্গ ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ কর্মীদের কল্যাণ প্রকল্প (WBB&OCWS) বা পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের (WBTWSSS) অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁরা সকলেই ১.১.২০১৭ থেকে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭-র আওতাভুক্ত হয়েছেন।

ইতিমধ্যে নথিভুক্ত শ্রমিকগণ তাঁদের বর্তমান নিবন্ধীকরণ নম্বর, ব্যাঙ্কের প্রকল্পের পাসবই, আধার কার্ড (যদি থাকে) ইত্যাদিসহ ইতিমধ্যে সমগৃহীত তথ্য সমূহের সাম্প্রতিকীকরণের জন্য নিকটবর্তী আঞ্চলিক শ্রম কার্যালয়/ শ্রমিক কল্যাণ সহায়তা কেন্দ্র (LWFC) অথবা জনপরিষেবা কেন্দ্র/তথ্যমিত্র কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ভবিষ্যনিধি তহবিল সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায়কারী (Collecting Agent) বা স্বনিযুক্ত শ্রম সংগঠক (SLO)-এর সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

*** "সামাজিক মুক্তি কার্ড" কী?**

"সামাজিক মুক্তি কার্ড" অর্থে পরিকল্পে নিবন্ধীকৃত শ্রমিকদের শনাক্তকরণের জন্য "পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ" কর্তৃক প্রদত্ত/ স্মার্ট কার্ড অথবা একটি প্লাস্টিক কার্ড অথবা একটি কাগজের কার্ডকে বোঝাবে।

*** কারা "সামাজিক মুক্তি কার্ড" পাবেন?**

(ক) ইতিমধ্যে নথিভুক্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের প্রদান করা 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' (SMC), পরিকল্পের নিবন্ধীকরণ নম্বর ও পাসবই ইত্যাদি এই বর্তমান পরিকল্পে বৈধ নথি দস্তাবেজ রূপে গণ্য হবে।

(খ) এই প্রকল্পে নতুনভাবে নথিভুক্ত সকল অসংগঠিত শ্রমিককেও এই যোজনার বিবিধ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' (SMC) বণ্টন করা হবে।

(গ) ইতিমধ্যে যে সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিক বিভিন্ন প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন অথচ এখনও 'সামাজিক মুক্তি কার্ড' (SMC) পাননি, তাঁদের সকলকেও আগামী দিনে এই কার্ড প্রদান করা হবে।

- **কোন নির্মাণ বা পরিবহণ শ্রমিক যারা ১/৪/১৭-এর পরবর্তী সময়ে নির্মাণ বা পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন বা হবেন, তারাও কি একই সঙ্গে SSY-এর সুবিধা পাবেন?**

SSY-এর সুবিধা পাওয়ার জন্য ১.৪.১৭-এর পর থেকে সমস্ত শ্রমিককেই From-I পূর্ণ করে এই যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে।

যাঁরা নতুনভাবে নির্মাণ/পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য আলাদা প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন, তাঁরা SSY-তে নথিভুক্ত না হলে শুধুমাত্র নির্মাণ/পরিবহণ শ্রমিকদের পরিবর্তিত প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন।

- **শ্রমিক কীভাবে এই যোজনার অন্তর্গত সুবিধা পেতে পারেন?**

এই প্রকল্পের অন্তর্গত কোন সুবিধা পাওয়ার জন্য শ্রমিককে From-V পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংযুক্ত করে নিকটবর্তী শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রে জমা দিতে হবে।

যে কোন ধরনের সুবিধা নেওয়ার জন্য ফর্ম-৫ পূরণ করে আবেদন করবেন।

এই ফর্মের বিভিন্ন প্রকার সুবিধা পাওয়ার জন্য যে সকল তথ্য দিতে হবে তা হল,

* প্রভিডেন্ট ফান্ড এর ক্ষেত্রে — সাসপফাউ/সামাজিক সুরক্ষা যোজনার পাশবই (অরিজিনাল কপি)
* স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ — হাসপাতালের 'শংসাপত্র' এবং ভাউচার-এর অরিজিনাল কপি
* মৃত্যু এবং দুর্ঘটনাজনিত অসমর্থতা — পাশবই এর কপি, ডেথ সার্টিফিকেটের কপি পুলিশ ও পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট (দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে)
* শিক্ষা — যে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত তার প্রধান-এর 'শংসাপত্র' এবং ফী জমা দেওয়ার রসিদ (অরিজিনাল কপি)।

নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প

- **নির্মাণকর্মী কারা?**

যে সব শ্রমিকেরা —

ভবন, সড়কপথ, রেল, ট্রামলাইন, বিমানবন্দর, সেচ নিকাশি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিজলি ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা, টেলিভিশন এবং টেলিফোনের টাওয়ার নির্মাণ ও তার লাগানো, জলাশয়, জলাধার, সুড়ঙ্গ বানানো, পাইপলাইন, তেল ও গ্যাস সংস্থাপন ইত্যাদি কাজে নির্মাণ, মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, এমনকি ভাঙার কাজ করছেন তারা নির্মাণ কর্মী হিসাবে গণ্য হবেন ও এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হতে পারবেন।

শ্রম দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৮০৩ আই.আর. তারিখ ১৬ আগষ্ট, ২০১৩ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ইট/টালি প্রস্তুতকরণ এবং পাথর খাদানে ও পাথর ভাঙার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরাও নির্মাণকর্মী হিসাবে গণ্য হয়েছেন।

- **প্রকল্পে নথিভুক্তিকরণের শর্তাবলী :**

(ক) নির্মাণকর্মীর বয়স ১৮-৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

(খ) বিগত এক বছরে নির্মাণকর্মীকে ন্যূনতম ৯০ দিন উপরোক্ত নির্মাণ কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে।